Interview details

Interview with Utpal Basak

Interviewed by Nandini Ganguli

নন্দিনী - বাড়ির কাছ থেকে ভারত বা পূর্ব বাংলা, এইগুলো নিয়ে ছোটবেলা থেকে গল্প শুনেছ?

উৎপল - প্রচুর।

নন্দিনী - তো সেই গল্পগুলো যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করো আর কি।

উৎপল - নিশ্চই করব। ছোটবেলা থেকে আমি যে গল্পগুলো শুনেছি, সেগুলো বেসিক্যালি আমার দাদু মানে ঠাকুরদা অথবা ঠাকুরমা, এদের কাছ থেকেই বেশি গল্প শোনা আমার। তো সেখানকার মানে, তারা কিভাবে বড় হয়েছেন, এবং তাদের গ্রাম্য জীবন কেমন ছিল? আর তাদের ইনকাম, সোর্স অফ ইনকাম কেমন ছিল? কীভাবে তাদের ব্যাবসা বাণিজ্য চলত? এসব গল্প বেসিক্যালি শোনা... তো একদম দাদুর থেকেই শুরু করছি। আমার দাদু ছিলেন ওই দেশে একজন শাড়ির ব্যাবসায়ী, যেটা টাঙ্গাইল শাড়ি, আমাদের কালচার যেটা, তো টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্টে ওই কালচার ছিল বলেই শাড়ির নামটা টাঙ্গাইল শাড়ি হয়েছে। তো দাদু যেতেন, মানে টাঙ্গাইল টাউনে যেতেন, তো সেখান থেকে মাঝে-মধ্যেই বাড়িতে ডাকাতও পড়ত সেই সব গল্প আমার জানা আছে এবং আমাদের বাড়ি বিরাট বড় এরিয়া নিয়ে ছিল, বর্তমানে সেই আমাদের বাড়ির ওপর একটা পাতরাইল স্টেশন হয়ে গেছে, রেল স্টেশন হয়ে গেছে, তো সেইসব গল্প শোনা হয়েছে, আর ঠাকুমার থেকে শোনা তাদের মানে মহিলাদের জীবন, এবং তাদের মানে রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান এইসব সম্পর্কে... তো আমাদের মানে পূর্ববঙ্গের যে আচার-অনুষ্ঠান বা রিচ্যুয়ালস্ যেগুলো আমরা বলছি সেগুলো এই দেশের মানে পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেকটাই আলাদা, তো... মানে... স্ত্রী-আচার যেগুলোকে আমরা

বিশেষত বলছি সেগুলো অনেকটাই ডিফার করে। এই দেশের, মানে এই দেশের যে আচার-অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে, বা তাদের পোশাক পরিচ্ছদ এসব সবই ডিফার করে। এবং ইভেন শাড়ি পরার ধরণটাও আলাদা, তাদের থেকে।

নন্দিনী - আচ্ছা মানে তুমি এই যে বলছ আর কি যে ধর ডিফারেন্স একটা ছিল এটসেট্রা, এগুলো কি তুমি মানে একদম ছোটবেলা থেকেই শুনেছ? সেগুলো আর একটু ডিটেলস্-এ যদি বল আর কি, মানে ধর কোথায় ওখানে তোমাদের বাড়ি ছিল? সেটা আর একটু ডিটেলস্-এ, বা ওখানকার লাইফটা সম্বন্ধে তুমি কী কী শুনেছ? আর একটু যদি বিশদে বল...

উৎপল - বাবার ছোটবেলা যেমন কেটেছে মাঠে ঘাটে, পুকুরে মাছ ধরে, সাঁতার কেটে, এই ভাবে কেটেছে তাদের ছোটবেলা, পড়াশুনা বলতে সেরকম ভাবে পড়াশুনার প্রভাবটা তাদের জীবনে এখনো নেই, আগেও সেরকমভাবে ছিল না, পড়াশুনার গুরুত্বটাও সেরকম ভাবে দেওয়া হত না, যেহেতু ওই সময়টা, মানে, একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি, সবসময় ওই অবস্থা চলছে, তো কোথায় গিয়ে একটু আশ্রয় নেবে, মানে, সেফলি কোথায় একটু থাকবে, সেই চিন্তা করতেই তাদের মানে সারা জীবন চলে যেত। এমনও হয়েছে যে ভাত রান্না হয়েছে, ভাতের থালা রাখা হয়েছে সামনে, বাট সেটা খেতে পারলো না, তার আগেই তাদের পালিয়ে চলে যেতে হল। মানে সেই সব গল্প শুনলে সত্যিই গায়ে কাঁটা দেয় এবং কষ্টও লাগে। সব ছেড়ে ওইসব মানে তাদের নিজের দেশ, নিজের ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে একটা সময় আসতে হয়েছে, সেটা জীবনের দায়ে, প্রাণের দায়ে।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি এই যে বলছ যে ১৯৭১-র কথা বলছ তুমি, ওই মুক্তি যুদ্ধ ওই সময়টা, তো তাহলে ধর আমি আর একটু পিছনে ফিরে যাচ্ছি... ১৯৪৭... তো ওই সময়, মানে ওনারা, তখন ওখানে যে থেকে গেলেন, বা ওখানকার, মানে পার্টিশানের

পরের লাইফটা ওনাদের ওখানে কিরকম ছিল? ওনারা তো অনেকটা দিন ওখানে থেকেই গেছেন ...

উৎপল - অনেকটা দিন থেকে গেছেন।

নন্দিনী - হ্যাঁ সেই সম্বন্ধে, বা ধর তোমার দাদুর ব্যাবসা ছিল তুমি বললে সেটা স্টার্টটা কীভাবে হয়েছে? সেই পুরো একটু যদি বল গল্পটা।

উৎপল - সেইগুলো দাদুর ব্যাবসা বলতে সেগুলো মানে পরিবার তান্ত্রিক ব্যাবসা ছিল আর কি অনেক যুগ, অনেক পুরুষ আগে থেকে ওইগুলো চলছিল। সো ফ্যামিলি বিজনেস হিসেবে দাদু ওইগুলোই করছিল, এবং তার সাথে আমাদের শুধু তাই নয়, জমি-জমাও প্রচুর ছিল, তো সেইগুলো মানে জমি-জমা দেখাশোনা... হ্যাঁ তারপর জমির ফসল নিয়ে যে মানে কাজকর্মগুলো হয় সবই করতে হত, এবং বাড়ির মেয়েরাও তার সাথে যুক্ত থাকত, সেটা সবসময় মানে পুরোটাই যুক্ত থাকত আর কি, তো ঠাকুমার কাছ থেকে যে সব গল্প আমরা শুনেছি, মানে ধান ঝাড়াই করা, এইসব করার কথা, বা শুকোতে দেওয়ার কথা, উঠোনে শুকোতে দেওয়া হত, এইসব কথা, সারাদিন তাদের চলে যেত এই করতেই, এসব গল্প আছে।

নন্দিনী - আচ্ছা আর, ধর, তোমাদের ওখানে তো শাড়ির বিজনেস ছিল, তো সেই বিজনেসের ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু যদি কিছু বল... মানে কারা কারা তাতে কাজ করত? তো বা কীভাবে পুরো ব্যাপার ওয়ার্ক করত?

উৎপল - শাড়ির বিজনেসে যেটা ছিল সেটা টাঙ্গাইল শাড়ি আমি আগেই বললাম, তো টাঙ্গাইল শাড়ি মানে একটা পার্টিকুলার শাড়ির টাইপ ছিল, আর সেটা টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্টে হত, সেইজন্য ওটাকে বলা হচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ি, তো সেই মানে এমন ছিল যে আমার দাদু নিজেও তাঁত বুনেছেন, মানে হ্যান্ডলুম আমরা যেটাকে বলছি আর কি, তো নিজের

হাতেও শাড়ি তৈরি করেছেন, এবং আমার বাবাও সেই কাজ করেছেন এবং এখনও কিছুটা করেন, তো সেই আমরা সেসব দিক থেকে সরে এসেছি এখন।

নন্দিনী - আচ্ছা তারপরে ধর এই যে এখানে আসার পরে তোমাদের ওখানটার বিজনেসটা, সেটা এখানে কিরকম ভাবে হল আর কি?

উৎপল - সেটা হল আমাদের যেহেতু মানে প্রাণের দায়ে পালিয়ে আসতে হল, দাদুকে, বাবাকে সবই, তো এখানে এসে একদম জিরো লেভেল থেকে শুরু করতে হয়েছে এবং ইট ওয়াজ নট সো ইজি। একজন লোকের পক্ষে নিজের দেশ ছেড়ে ভিটে মাটি তো থাক, নিজের দেশ ছেড়ে, একদম শূন্য অবস্থাতে খালি হাতে আসা, এবং একটা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা জায়গা, ইনফ্যাক্ট একটা অজানা দেশ যেখানে তারা আগে কোনোদিন আসেননি, তাদের পক্ষে অনেকটাই মানে কঠিন ছিল ব্যাপারটা। সেই সময় আর সেই পরিস্থিতিতে যেখানে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা তো আমরা পেতাম না, আজকে আধুনিক যুগে যেমন আমরা প্রচুর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি, বাট তখন তো আমরা পেতাম না ওইসব, তখন ছিলও না । তো সেই অবস্থাতে একদম জিরো লেভেল থেকে শুরু করা এবং লোকের বাড়িতে কাজ করা, যেটা তারা নিজেরা তো কোনোদিন করেননি লোকের বাড়িতে কাজ, তাদের বাড়িতে লোকে কাজ করত, তো সেই অবস্থাতে এসে তারা লোকের বাড়িতে কাজ করেছে, এটা মানে খুবই যন্ত্রণাদায়ক, মানসিক যন্ত্রণাদায়ক আর কি, তো সেই অবস্থাতে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা আর কি তো তারা লাইফে স্ট্যান্ডও করেছেন, পুরোটা রিকভার না করতে পারলেও তো কিছুটা করেছেন আর যার জন্য তার মানে ফলগুলো আমরা এখন একটু একটু পাচ্ছি, ভোগ করতে পারি আর কি।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি যে বলছ যে ওখান থেকে যখন ওনারা চলে আসেন আর কি, সেটা একজ্যাক্ট কোন সময়টা?

উৎপল - '৭৫-এর শেষের দিকে আর ওই সময় এক-দেড় বছর মত আর কি লোকের বাড়িতে কাজ করতেন, দেড় বছর মত আমার বাবা এবং জেঠু লোকের বাড়িতে কাজ করতেন, তো '৭৬-এ তারা বাড়ি কেনেন, জমি কেনেন এবং সেটা ছিল একটা ধানের জমি বেসিক্যালি।

নন্দিনী - আচ্ছা ওনারা ওইপার থেকে এসে, টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্ট ওখান থেকে এসে আর কি এখানে কোথায় প্রথম ওঠেন?

উৎপল - এখানে ওঠেন প্রথম ফুলিয়াতে, মানে যেটা আমাদের নদিয়া জেলায়।

নন্দিনী - আচ্ছা মানে এটার কি কোন স্পেসিফিক কারণ ছিল? যে কেন ফুলিয়া? অন্য কোন জায়গায় কেন নয়?

উৎপল - অন্য কোন জায়গায় নয় বলতে যারা ওপার থেকে, মানে তাদের আশে-পাশের লোকজন বা রিলেটিভস্ যেগুলো ছিল, যারা ছিল তারা এপারে এসে মানে ওই ফুলিয়া বা, তার আশে-পাশেই মানে থাকা শুরু করেছিল। ন্যাচারেলি একটা অজানা দেশে আসছে, যেখানে আগে কোনদিন আসেনি, সেখানে একটা চেনা লোকের কাছাকাছি গিয়ে এটলিস্ট কিছু তো মানে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে বা কিছু একটা হেল্প পাবে ওখানে মানে শুরু করার জন্য, তো সেই জন্য মানে ওই জায়গাটাকে ফার্স্টে বেছে নিয়েছিল আর কি... তো যোগাযোগ সেরকম ভাবে আগে থেকেই করাও ছিল না, জাস্ট জানত যে একটা জিনিস যে ওখানে ফুলিয়াতে থাকে, তো সেই সোর্স... সেই ভাবেই হ্যাঁ আসা আর কি। তো আস্তে আস্তে সবাই মানে চলে এসেছে আর কি যখন, তখন এই জায়গাটা সব মানে রিলেটিভস্গুলো সব চলে এল আর কি এরকম, কিন্তু আগে থেকে এ রকম নয় যে আমার বাবা, মানে আমার বাবা যখন এসেছে তখন যে আমার দাদু বা মানে তাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না... চেনা পরিচিত কয়েকজন ছিল এবং বাবারা জানতেন যে ওই অঞ্চলে ওরা আছে

আর কি। তো সেইভাবে আসা আর কি, মানে অজানার দেশে সম্পূর্ণ আর কি একটা... এই অবস্থাতে।

নন্দিনী - আচ্ছা এবার ধর ওখান থেকে চলে আসার পর যখন এখানে ওনারা, তুমি বলছ এক বছর কাজ করতে হয়েছে, করে তারপর...

উৎপল - দেড় বছর মতন।

নন্দিনী - দেড় বছর মতন কাজ করতে হয়েছে, তো করার পর ওনারা যখন আবার এখানে কাজকর্ম শুরু করেন, মানে তোমাদের যে ট্র্যাডিশন্যাল বিজনেস যেটা, সেটাকে যখন এখানে আবার স্টার্ট করেন, তো তখন কি মানে ওই দেশের সাথে যোগাযোগ বা কিছু থেকে গেছিল? নাকি...

উৎপল - না ওই সময় আর রাখা সম্ভব হয়নি কারণ ব্যাবসাটা ওই দেশেই শেষ হয়ে গেছিল। এবং আমার দাদু পরে এসেছেন, আমার বাবা আর জেঠু আগে এসেছিলেন... দাদু এই দেশে বাড়ি কেনার পরে এসেছেন আর কি, তো দাদু আসার পরে আবার বিজনেসটা আস্তে আস্তে শুরু হয়েছিল আর কি। তো ভিটে-মাটি তো সবই যেহেতু ছাড়তে হয়েছিল তো... ন্যাচারেলি বিজনেস করতে গেলে তো একটা ক্যাপিটাল-এর দরকার হয়, ইনিশিয়াল তো একটা দরকার হয়, তো সেটাও তাদের ওই সময় ছিল না আর কি। তো আস্তে আস্তে সেটা মানে যোগাড় করে আস্তে আস্তে শুরু করেছেন আর কি।

নন্দিনী - আচ্ছা এই যে তোমার দাদু এলেন, বা বাবা এলেন, তো ওনাদের, মানে, মনোভাবটা যদি আরেকটু ডিটেলস্-এ বল, যে একটা পুরো বিজনেস, দেশ ছেড়ে চলে আসা, সেরকম কি কিছু ছোটবেলায় শুনেছ?

উৎপল - মনোভাব বলতে একটাই ওখানে প্রশ্ন ছিল প্রাণের দায়, প্রাণটা বাঁচিয়ে ফিরতে হবে, শুধু একটাই কথা ছিল। মানে কি হবে কি না হবে সেটা কিন্তু তারা কখনোই ভাবেননি। ওখানে, ওখানে তো রীতিমত তাদের মেরে ফেলাই হয়েছিল আর কি এরকম ব্যাপার। আমার পিসেমশায়ের ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে... রীতিমত মেরেই ফেলা হয়েছে, সেটা বাড়ির সীমানার মধ্যেই তাকে মেরে দেওয়া হয়েছে আর কি। মানে ওই সময়... না '৭৬ বা '৭৫-এ ওই সময় মুক্তিযুদ্ধও শেষ। সন্ত্রাস যে অবস্থাটা, মানে যেটা আগে তৈরি হয়েছিল সেটা কিন্তু তখনো শেষ হয়নি, সেটা তখনো কন্টিনিউ হচ্ছে, এবং আজও হয়... এখনও হয় সেটা। আমি এখনও কিছু লোকজনের সাথে মানে যোগাযোগ রেখেছি, মানে আমাদের যে এখনকার সো-কল্ড সোশ্যাল-নেটওয়ার্কিং এর সাথে আমি মানে যুক্ত হয়ে ওখানকার এবং ওখানকার মানে আমাদের ওই অঞ্চলেরই কিছু লোককে আমি খুঁজে পেয়েছি, তাদের সাথে আমার নিয়মিত কথা হয়। তো সেখানকার জনজীবন আগের মতই রয়েছে। তাদের, মানে, মুসলিমরা এখনও হিন্দুদের ওইভাবেই ডমিনেট করে, বেসিক্যালি ওটাকে একটা মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যে জন্য। আমাদের বাড়িতে একটা অন্নপূর্ণার মন্দির ছিল, সেটাকেও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। এবং আমাদের বাবা, দাদুরা ওটা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছিল, বাধ্য হয়েছিলেন তারা ওই অবস্থাটা দেখতে আর কি। এখনো সেটা হয়, এখনও গ্রামে দুর্গা মন্দির থাকলে সেটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়... এখনও হয় সেটা, এবং শুধু তাই নয়, এখনও মেয়েদের জীবনের কোন দাম নেই ওখানে। মানে আমার যতদূর কথা হয় এখনও, একটা মেয়ে জন্মানো মানেই... ওরা ধরে নেয় যে মেয়েটাকে কোনরকমে কিছু একটা করে পড়াশুনা করিয়ে তাকে বিয়ে দিলেই মানে শান্তি আর কি। মানে যেটা ঘাড় থেকে নামানো হল আর কি, বোঝা নামানো হল, সেই ধরনের জিনিসটা এখনও ওখানে চালু আছে। শুধু তাই নয়, শুধু মুসলিম নয়, এটা হিন্দু বাড়িতেও একই অবস্থা। মানে মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটাই মানে একমাত্র তাদের লক্ষ্য আর কি। এই হচ্ছে অবস্থা, এখনও দেশটার এই অবস্থা।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি বললে যে তোমার সাথে যোগাযোগ আছে, তো এই যোগাযোগটা কীভাবে?

উৎপল - যোগাযোগ বলতে... যেটা আমার একটা বন্ধু, যে আমার ক্লাসমেট ছিল... কিন্তু সেটা অনেক পরে, ক্লাস ৯-১০ থেকে সে আমার ক্লাসমেট ছিল... সে এই দেশে এসেছে অ্যারাউন্ড ২০০০, ২০০০ সাল নাগাদ এই দেশে এসেছে, তার আগে ওই দেশে ছিল। এবং ওদের ফ্যামিলির কিছুটা পার্ট এই দেশে অনেক আগে থেকেই আছে। বাট ওরা কয়েকজন, ৩-৪ জন মানে পার্ট ওই দেশেই ছিল আর কি। তো ওরা যখন এই দেশে এল ন্যাচারেলি বন্ধুত্ব হয়ে গেল... তাদের সোর্সে, মানে তাদের এখনো ২-১ জন রিলেটিভ ওই দেশে পড়ে আছে। তো তাদের, মানে, "পড়ে আছে" কথাটা আমি ইউজ করছি, এটা অবশ্যই তারা পড়ে আছে। তাদের, মানে আসার উপায় নেই এখন আর সব ফেলে।

নন্দিনী - আচ্ছা মানে তারা এখানে আসতে ইচ্ছুক আর কি?

উৎপল - ইচ্ছুক, কিন্তু আসার তাদের উপায় নেই, কোনমতেই উপায় নেই। মানে রীতিমত এমনও হয়েছে যে আমার বন্ধুটা... ওদের ৩-টে বাড়ি ছিল ওই দেশে। একটা ঢাকা টাউনে, একটা টাঙ্গাইল টাউনে, এবং আমাদের যে পাতরাইল যে জায়গায় আমাদের বাড়ি ছিল গ্রামে, সেই গ্রামে ওদের বাড়ি ছিল। ৩-টে বাড়ি রাতারাতি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কোন এক মুসলিমের কাছে। কোন হিন্দুর কাছে ওটা বিক্রি করা যায়নি। এবং আমার বন্ধুটি নিজেও জানত না যে ওদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। যেদিন ওদের ইন্ডিয়া আসার কথা তার আগের দিন রাতে বাবা, ওর বাবা বলেছে যে 'জিনিস-পত্র প্যাক করে নে, কাল আমরা ইন্ডিয়া যাচ্ছি এবং পার্মানেন্টলি চলে যাচ্ছি, বাংলাদেশ ছেড়ে। কারণ ওরা যদি, মানে আগে থেকে অ্যান্যাউন্স করে দিত যে বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, ওরা কোনমতেই বাড়ি বিক্রি করতে পারত না এবং মানে কি হত জবরদখল হয়ে যেত, ওদের ওপর হামলা হত, আক্রমণ হত... মানে এটা ২০০০

সালেও সেই প্রাণের দায়েই কিন্তু ওরা পালিয়ে এল... পালিয়ে এল এটা। সেই প্রাণের দায়েই, একটাই প্রাণের দায়ে, এখনও রয়ে গেছে হিন্দুদের।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি যে বলছ ধর তোমাদের ওখানে যে বিজনেসটা ছিল ধর বাংলাদেশে, তো সেখানে তো, মানে একটা বিজনেস থাকলে যা হয়, তার পারিপার্শ্বিক সব কিছুর ওপর একটা চেনা-শোনা সব কিছু থাকে, সেইটা যখন তোমরা ধর, বা ধর সেই যে শিল্পটা যেটা, যেটা কিনা টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্টের একদম নিজস্ব একটা শিল্প, সেটা তোমরা আবার এখানে ফুলিয়াতে এসে আবার নতুন করে তৈরি করা হল। তো এখানে যখন সেই টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্টের জিনিসটাকে তৈরি করা হচ্ছে আবার, এখানকার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন? বা তোমার বাবা দাদুর সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন?

উৎপল - অ্যাকচ্যুয়েলি একজন শিল্পির কাছে শিল্পটাই কিন্তু সব। শিল্পটাই তার জীবন। তো শিল্পটা কোনমতে হারায় না। শিল্পটা কোনমতে হারাতে পারে না, সে দেশ হারাল, কিন্তু শিল্পটা তো তার, মানে তার হৃদয়ে রয়ে গেছে। তো শিল্পটাকে কী করে হারায় এবং শিল্প ছাড়া সে থাকতেও পারবে না। সো এই দেশে এসে আস্তে আস্তে মানে টাঙ্গাইল শাড়ি যে জন্য বিখ্যাত, কিছু আলাদা ডিজাইন আছে, কিছু আলাদা মেটেরিয়াল আছে, শাড়ির মেটেরিয়াল আছে, তো এইগুলো কিন্তু স্পেসিফিক। তো এইগুলো যখন এই দেশে আবার ওরা যখন অনেক চলে এল, তো জিনিসগুলো কিন্তু আবার ওরা তৈরি করতে শুরু করল, যেটা আমরা র মেটেরিয়াল বলছি, সেগুলো কিন্তু আবার অ্যাভেলেব্‌ল হতে শুরু করল। তার আগে এখানে কিন্তু ছিলনা টাঙ্গাইল শাড়ির কালচার। ওরা যখন এল, র মেটেরিয়াল যখন অ্যাভেলেব্‌ল হল, ওরা কিন্তু আবার শিল্পটাকে আস্তে আস্তে তৈরি করল। সেটা হয়ত এখনকার মত এতটা মানে বিশাল আকার ছিলনা, খুব ছোট অবস্থাতে শুরু করেছিল, কিন্তু এটা এখন মানে, কিছু মানে ব্যাপারটা, একটা ওয়ার্ল্ডওয়াইড হয়ে গেছে, তার কারণ হচ্ছে তখনকার দিনে যেটা ছিল, শিক্ষার অভাব বলতে পার, তো শিক্ষার অভাবটা যেটা ছিল, তার জন্য ওরা কী

বাইরে যেতে ভয় পেত। মানে ঘর থেকে বাইরে বেরতেই একটা কুণ্ঠা বোধ, একটা দ্বিধা বোধ করত, যে বাইরের লোকে আমাকে কি বলবে বা কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে, বা আদৌ করবে কিনা। কিন্তু এখন যেহেতু, মানে যতগুলো, একটা একটা করে জেনারেশন যখন বাড়ল, তো মানে শিক্ষাটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল। মানে শিক্ষার সীমানাটা বড় হয়ে গেল, গন্ডীটা বড় হয়ে গেল। সো ওদের ভয়টা আস্তে আস্তে কেটে গেল, আমার দাদু একদম মানে ঘর থেকে যেটা না বেরনো, সেই অবস্থা হয়ে গেছিল, আমার বাবা কিন্তু একটুখানি বেরলো, গ্রামের বাইরে বেরলো। বাট আমি কিন্তু একদম মানে সব ছেড়ে চলে আসি। একদম সব ছেড়েই আছি আর কি। সো মানে এইভাবেই আস্তে আস্তে, মানে, এর মধ্যেই শিক্ষা ব্যাপারটা বিশাল ভাবে কাজ করছে আর কি।

নন্দিনী - আচ্ছা এবার তুমি ওই র মেটেরিয়ালের কথা যেটা বলছিলে, তো সেই র মেটেরিয়ালটা কি এক্সক্লুসিভলি ওইখানেই পাওয়া যেত, ওইদিকেই পাওয়া যেত?

উৎপল - হ্যাঁ, ওই দেশে তৈরি হত মানে... দেখ র মেটেরিয়াল যেগুলো আগে যেগুলো ছিল যে একদম মোটা সুতো। সেটা কিন্তু ওখানেই তৈরি হত। ওইখানেই তৈরি হত কারণ আগে দেখ, আগে তো... মানে... ট্রান্সপোর্টেশন অতোটাও ডেভেলপড্ ছিল না আর কি, যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুব সহজে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে সব কিছু তৈরি করে ফেলবে, এরকম ছিলনা তো লোকাল বা খুব কাছাকাছি যতটা অ্যাভেলেব্‌ল হত জিনিসপত্র, তাই দিয়েই কিন্তু সব কিছু তৈরি হত, সে তুমি বাড়ি-ঘর বল, জামা-কাপড় বল, বা আদার্স যে জিনিসপত্রগুলো বল। যে জন্য কি মানে শিল্পের একটা গন্ডীর মধ্যে কিন্তু আবদ্ধ থাকত। কিন্তু এখন যেহেতু মানে এখানে আমাদের, আমরা এখন গুজরাটের সুতো ইউজ করছি, গুজরাটের জরিও ইউজ করছি, মহারাষ্ট্রের সুতো ইউজ করি আমরা... হ্যাঁ বা মুর্শিদাবাদের সিল্কও ইউজ করি আমরা। মুর্শিদাবাদটা আমাদের কাছে, ওইটা একটা লোকালের মধ্যে পড়ে, গুজরাটটা আমাদের লোকালের মধ্যে পড়ছে না। এইভাবে ছড়িয়েছে ব্যাপারটা।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি যে ওই প্রথমে ওই বলছিলে না আচার-অনুষ্ঠান এটসেট্রা, সেগুলো নিয়ে একটু বল... ডিফারেন্স বা সিমিলারিটি কি আছে?

উৎপল - সিমিলারিটি খুব কমই আছে, এখানে বেশির ভাগটাই মানে ডিফারেন্ট, দুটোর মধ্যে, যেমন মেয়েদের প্রথমত বলি, মেয়েদের শাড়ি পরার ধরণটা, মেয়েরা, মেয়েদের শাড়ি পরার ধরণটাই সম্পূর্ণ আলাদা। আর মানে স্ত্রী-আচার যেটাকে বলছে, তো সেগুলো তো আলাদাই। আমি যেমন আমার বাড়ির যে কোনো অনুষ্ঠানেই দেখি এবং আমি এখানকার মানে, কলকাতায় আজ আমি ১০ বছর ধরে আছি, এখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে বিভিন্ন রকম আচার-অনুষ্ঠান আমি দেখি, কিন্তু তার সঙ্গে কোনটাই আমি মিল পাইনা। বিয়ের যেটা আমাদের মেন ডিফারেন্স, সেটা আমি দেখি যে আমরা সাধারণত কি বলি বা ছোটবেলা থেকে শুনেছি যে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হচ্ছে, বাট আমাদের সে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হয়না, আমাদের সূর্য সাক্ষীতে বিয়ে হয়। যে জন্য আমরা দেখি যে এখানে, মানে, কলকাতায় বা এইদেশীয়দের মধ্যে দেখি যে একরাতেই দুটো বিয়ে, মানে বাসী বিয়ে বা এমনি বিয়েটা একরাতেই হয়ে গেল, সিঁদুর দান হয়ে গেল, বাট আমাদের বাড়িতে কিন্তু সেই নিয়মটা হয়না। পরের দিন দুপুরবেলা, মানে সূর্যকে সাক্ষী করে বিয়েটা হবে, বাসী বিয়ে এবং সিঁদুরটা তখন পড়ানো হবে। এইটা বিয়ের একটা বিশাল ডিফারেন্স, আর একটা ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে যে আমাদের বিয়েতে কোন যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞ হয় না, এবং পুকুর কাটা হয়, যেটা সাতপাকে বাঁধা হয়, সেটা আগুনের চারধারে হয় না, সেটা পুকুরের চারধারে মানে ঘোরা হয় আর কি, তো এইটা একটা বিশাল ডিফারেন্স, এবং মেন ডিফারেন্সই এটা।

নন্দিনী - আচ্ছা এটা তো বিয়ের কথা বললে, তাছাড়া ধর খাওয়া-দাওয়া...

উৎপল - হ্যাঁ খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে যেমন আমরা ইলিশটা পছন্দ করি আর এদেশীয়রা চিংড়ি। আমরা পোস্ত পছন্দ করি না, এদেশীয়রা যেমন পোস্ত পছন্দ করে। এবং বিভিন্ন যেমন শাক সবজি যেগুলো সেগুলো এদেশীয়দের মানে কি বলব একটা স্বাদের একটা পার্থক্য থেকে যায়। এখন এটা সবাই জানে যে বাঙাল বাড়ির রান্না বা ওদেশীয়দের রান্নায় মানে টেস্টটাই অন্যরকম হয়। এবং আমি এখানে এসে, কলকাতাতে এসে, প্রথম যখন যাদবপুরে পড়াশুনা করি, তখন একটা মেসে থাকতাম, সেই মেসের যাদের বাড়ি ছিল, তারা ছিল বাঙাল। এবং এদেশীয় কিছু ছেলে ছিল, তারা বলত আজকে ওই জিনিসটা রান্না হচ্ছে জেঠুর বাড়িতে। এরকম ব্যাপারটা ছিল মানে, গন্ধেই ওরা বলে দিত যে কি রান্না হচ্ছে ওই বাড়িতে, এরকম একটা ব্যাপার।

নন্দিনী - মানে তুমি বলতে চাইছ তোমার বাড়িতে সেই বাঙাল যে টিপিক্যাল বাঙাল যে কিছু ব্যাপার স্যাপার...

উৎপল - হ্যাঁ টিপিক্যাল বাঙাল, হ্যাঁ একদম এখনো আছে ব্যাপারটা। এখনো আছে এবং আমাদের কথা-বার্তার ধরণটাই সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা এই ভাষাতে কথা বলি না, মানে এই দেশের ভাষাতে কথা বলি না, আমি গ্রামে গেলে বা গ্রামের কারুর সাথে ফোনে ইভেন যখন কথা বলি এখন, আমি কিন্তু ওই ভাষাতেই কথা বলি, কারণ ওইটা আমার নিজের ভাষা বলে মনে হয়।

নন্দিনী - ও তুমি মানে বাড়িতে একরকম ভাষা, ওই ভাষাটাই ইউজ করো?

উৎপল - ওই ভাষাই ইউজ করি। মানে একদম পিওর বাংলাদেশি ভাষা যেটা। তো বাংলাদেশি ভাষাও বলতে গেলে সেটা এক-এক ডিসট্রিক্টে এক এক রকম ছিল। তো আমাদের ভাষাটা সেটা টাঙ্গাইলের ভাষা। ঢাকাই ভাষাটা আলাদা। ময়মনসিংহ-এর ভাষা আলাদা। চট্টগ্রামের ভাষা আলাদা। এরকম। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা।

নন্দিনী - আর তুমি এই যে এটা যেটা বললে, ইন্টারেস্টিং বেশ। যে তুমি বাড়ির লোকের সাথে বা গ্রামের লোকের সাথে যখন কথা বলো, ওই ভাষাতেই কথা বলো, আর বাইরে সেটা বলো না।

উৎপল - বাইরে সেটা যেমন, বাকিদের সাথে যখন কথা বলছি, তখন সেটা সেই পরিবেশে, ওই ভাবেই কথা বলছি। যেটা আমরা ন্যাচারেলি করে থাকি যে একটা নন্ বেঙ্গলির সাথে আমরা ফার্স্ট হিন্দিটা দিয়ে স্টার্ট করি। বা ইংলিশটা দিয়ে স্টার্ট করি। এরকম। বা একটা বাঙালির সাথে যখন কথা বলছি, তখন এই ভাষাটাই চালু করছি। যেটা আমরা নরম্যালি বলে থাকছি। কিন্তু আমার চেনা কেউ, যে আমি জানি ওই লোকটা ওই ভাষাটা জানে, বাংলাদেশের ভাষা, আমি তার সাথে ওই ভাষাতেই কথা বলি।

নন্দিনী - আচ্ছা, আর এই যে ধরো ভারত বা বাংলাদেশের মধ্যে এই যে বর্ডার, তো এটা নিয়ে তোমার কি মনে হয়?

উৎপল - মানে পার্টিশন?

নন্দিনী - না, পার্টিশন বা বর্ডার যা খুশি, তুমি যেভাবে বলতে চাও।

উৎপল - পার্টিশন ব্যাপারটা অ্যারাইস করে কিছু লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থ, রাজনৈতিক দলাদলি, এবং কি বলবো, এইগুলোই বেসিক্যালি, তো মানে একটা দেশ দুটো ভাবে ভাগ হয়ে যাবে, দুটো দেশের লোক কিন্তু কখনই চাইছেনা। মানে, যে ভাগ হয়ে যে দুটো দেশ হল, ওদের কখনো যদি শুনে দেখো, ওরা কিন্তু কখনোই চাইছেনা যে দেশটা ভাগ হোক। এই যে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ আমরা বলছি, আগে তো এটা বঙ্গদেশ ছিল, তো সেটা কিন্তু, দুই দেশের লোক কিন্তু কখন চায়নি, যে আমার দেশ পশ্চিমবঙ্গ হবে, আমার দেশ পূর্ববঙ্গ হবে, এটা কিন্তু দেশের লোক কখন চায়না। কিছু রাজনৈতিক নেতা, বা ওই জাতীয় কিছু, নিজেদের স্বার্থের জন্য, নিজেদের ক্ষমতাটা কায়েম

করবার জন্য সেটা করে, তো তাতে জনগণের কথা তারা ভাবে না। এবং যখন পার্টিশনটা করে দেওয়া হল, ন্যাচারেলি তখন মানে আমার যে, আমি যে পোর্শানে পড়লাম, আমি ভাববো, এটা আমার, এটা ওর, এখানে 'আমরা', 'ওরা'-টা এইখান থেকেই আসছে কিন্তু, তার আগে, 'আমরা'-'ওরা' থাকছেনা কিন্তু ব্যাপারটা, 'আমরা'-ই থাকছে পুরোটা। পার্টিশন বলতে আমি এটাই বুঝি যে, একটা রাজনৈতিক কারণে ভাগ করে দেওয়া, সীমানাটা কে ভাগ করে দেওয়া। নাথিং এলস্। মানুষের মন কিন্তু ভাগ করা যায় না কখনো। বাংলাদেশ থেকে একজন লোক যদি আজও আমার বাড়িতে আসে, আমরা সেভাবেই আপ্যায়ন করি, যেটা আমরা ওদেশে গেলে, ওদের বাড়িতে গেলে, আমাদের করে। আমাদের যেভাবে আপ্যায়ন করা হয়, আমরা কিন্তু সেভাবেই করি। আমাদের মনের মিলটা কিন্তু এখন ও আছে। এবং শুধু তাই নয়। এদেশীয়দের বাড়িতেও আমরা যদি যাই, তারা নিশ্চয়ই অভদ্র ব্যবহার করবেন না। তারাও সে ভদ্র ব্যবহারই করবে। বা তারা যদি আমাদের বাড়িতে যায়, আমরা একইভাবে বিহেভ করবো। সো, তার মানে দেখা গেল কি, যে মানুষের মনটা কিন্তু পাল্টায় নি। শুধু পাল্টেছে সীমানাটা, দেশটা। আর কিছু নয়।

নন্দিনী - ধরো এই যে, বাংলাদেশ, যেটা একসময় আমাদের একদম নিজের জায়গা ছিল। এখন সেখানে যেতে ভিসা বা পাসপোর্ট বা বর্ডার, এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে তোমার কি মনে হয়, যে মানে...

উৎপল - হ্যাঁ, এটাতো মানে, সত্যি বলতে গেলে, আমরা যেটা, আমরা যেটা ভাবি, যে আমার বাবা যেটা ভাবে, আমি এটাই আমার দেশ ভাবি, কিন্তু আমার বাবা এখনও অনেকটাই ভাবে ওটা ওনার দেশ। তো আমার বাবার চিন্তাধারাটা এখন অনেকটা এরকম যে আমার নিজের দেশে যেতে হলে, পাসপোর্ট দিয়ে যেতে হচ্ছে। ব্যাপারটা এরকম জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে আমি নিজের দেশে যাবো, সেটা কেন পাসপোর্ট? আবার ওরা যখন এই দেশে আসবে, আমাদের কাছে যখন আসবে... তো কিছু কিছু আছে, যারা এদেশে আসার পরে, মানে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে এ দেশে এসেছে, ভিসা করে

এসেছে, বাট, এই দেশে এসে, এই দেশের অধিবাসী হয়ে গেছে। এখন আমার বাবা বা দাদু যখন এসেছিলেন, তখন তারা চোরা পথে এসেছে। তখন পাসপোর্ট-ভিসার কোন মানে গল্প ছিল না, সেই ধরণের কিছু ছিল না বা করাটাও এতো সহজ ছিল না, আজকের মত। যে জন্য ওইভাবে তাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে, বর্ডারে তাদের যদি গুলি করে মেরে ফেলতো, কিছু করার ছিল না।

নন্দিনী - আচ্ছা, আর ধরো তুমি, এই যে বলছো, তোমার বাবা একরকম ভাবেন, ওটাকে ওনার দেশ ভাবেন, বা ওইরকম, তোমার কাছে তোমার বাড়ি বলতে তাহলে কোনটা বোঝায়?

উৎপল - আমার বাড়ি বলতে, ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ। এগুলোই আমার দেশ। ফুলিয়া আমার দেশ। একদম ঘর আমার ফুলিয়া। আমি এটাকেই ভাবি। কিন্তু, কোথাও একটা মনের মধ্যে নাড়া দিয়ে যায় যে আমি আমার পিতৃভূমি যেটা আসল, সেখানে কোন একবার জীবনে যাওয়ার সুযোগ পেলে, অবশ্যই যাবো। সেই জায়গাটা দেখবো, জায়গাটা কেমন, সেখানকার মানুষ-জন কেমন বা কেমন ছিল... আদতেও সে জিনিসটাকে আমি খুঁজে পাবোনা, কিন্তু যেটাকে আমি আমার পিতৃভূমি বলছি, সেটা কেমন, সেটা দেখার সত্যি খুব ইচ্ছে হয়। এবং সুযোগ পেলে আমি যাবো।

নন্দিনী - আর ধরো তোমাদের এখনকার, একদম এখনকার কথা বলছি, এখনকার বিজনেসের কাজে কি ওই দেশের সাথে যোগাযোগ বা ওরকম কিছু লাগে?

উৎপল - হ্যাঁ আছে। সেটা কিছু বছর আগেও ছিলনা। গত দশ বারো বছর ধরে সেটা হয়ে গেছে, কারণ আগে যেটা ছিল, জিনিস পত্র ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাপারটা আমরা যেটা জানি, সেই ব্যাপারটা আগে কিন্তু এতোটা করতে দেওয়া হত না ইন ফ্যাক্ট। তো গত দশ বছর-বারো বছর হল, সেটা মানে, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাভেলেব্‌ল হওয়াতে বা ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাপারগুলো যে ডিউটি ব্যাপারগুলো চলে এসেছে ওর মধ্যে, তো

সেগুলো করে কিন্তু ব্যাপারটা, মানে, ইজি হয়ে গেছে। ইন ফ্যাক্ট বিজনেসটা কিন্তু আরও স্প্রেড করছে। সেই জিনিসটা আছে। আর যেহেতু কালচারটা, আমাদের টাঙ্গাইল শাড়ির কালচার কিছুটা হলেও, মানে এই দেশের, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের কিছুটা, অন্যান্য শাড়ির কালচারের সাথে কিছুটা মিক্স হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের শাড়ির কালচারটা এখনও পিওর টাঙ্গাইল কালচারটাই আছে। সো, সেই জন্য আমরাও অ্যাডাপ্ট করি, বাট ডিজাইনের দিক থেকে, শাড়ির যে ডিজাইনগুলো হয়, তার দিক থেকে আমরা অনেক এগিয়ে। মানে পশ্চিমবঙ্গের লোক, পশ্চিমবঙ্গের টাঙ্গাইল শাড়ি, অনেক এগিয়ে। তো সেই জিনিসটা ওরা আবার খুব অ্যাকসেপ্ট করে। ওই ডিজাইন গুলো অ্যাডাপ্ট করে ওরা, ওদের নিজেদের মধ্যে, বা শিল্পের মধ্যে।

নন্দিনী - আর ধরো তুমি এই যে, ছোটবেলা থেকে গল্পগুলো যে শুনেছো, তো তোমার কি মনে হয়ে, তুমি যখন তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে গল্প করবে, তখন কি তুমি এই গল্পগুলো করবে, বা কিভাবে করবে?

উৎপল - হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবো। নিশ্চয়ই করবো। এবং আমার দাদু ঠাকুমা, বেশি গল্প আমার দাদু-ঠাকুমার কাছেই শোনা। তো তাদের কথা বলবো এবং তারা যেভাবে যেভাবে গল্পগুলো আমাদের কাছে রিপ্রেসেন্ট করতেন, আমি সেইভাবেই বলার চেষ্টা করবো। বাট, এখানে একটা জিনিস চলে আসছে, ভাষাটা। ভাষাটা ওই ভাষাতে হয়েতো আর বলা সম্ভব হবেনা, কারণ একটা একটা করে যখন জেনারেশন এগোচ্ছে, আমাদের ওই ভাষাটা কিন্তু বলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো ভাষাটা হারিয়ে যাচ্ছে কোন মতে। যেটা ভাষার প্রসঙ্গে আমি বলি, যেটা আমরা জানি, ২১-এ ফেব্রুয়ারি, মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তো সেটা তো তৈরি হয়েছিল, বাংলাকে মাতৃভাষা করা নিয়েই, এতো আন্দোলন, এতো রক্তক্ষয়, এতো কিছু হয়েছিল, তো সেই বাংলা ভাষা কিন্তু আমরা, শুধু বাংলাদেশের বাংলা ভাষা নয়, আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাটাও কিন্তু অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি আজকে। কারণ বাংলা ভাষা, কি বলবো একটা ফিউসন টাইপের হয়ে গেছে, সেখানে কিছুটা হিন্দি, কিছুটা ইংলিশ, সব কিছু

মিলেমিশে একাকার। শুদ্ধ বাংলা ভাষা যেটাকে আমি বলি, সেটা কিন্তু বাংলা ভাষার মধ্যে এখন আর নেই। এবং আমরা যে গল্প, উপন্যাস, কবিতা সব কিছু পড়ি, তাতেও ওরকম সব কিছু মিশ্রণ হয়ে গেছে, এক-একটা। তো পিওর বাংলা ভাষাটা হারিয়ে যাচ্ছে।

নন্দিনী - তুমি বলেছিলে যে, ১৯৭৫-৭৬ এই সময়টায় তোমার বাড়ির লোকেরা চলে আসেন, তো এই ১৯৪৭-এ যখন পার্টিশনটা হল, তো তখন থেকে এই যে ১৯৭১ বা '৭৫-'৭৬-এর যে পিরিয়ডটা, এই সময়টার কথা তুমি কিছু শুনেছো বা ওই সময় কিভাবে ওরা থাকতেন, বা কেন ওনারা চলে এলেন না, এই সম্বন্ধে যদি কিছু বল।

উৎপল - '৪৭-এর কথা, ওই সময়কার কথা আমি সঠিক বলতে পারবোনা। তার কারণ হল তখন, আমার দাদুরও ছোট বেলা আর কি, আর আমার বাবার জন্ম হয়েছে ৫৬-এ, ১৯৫৬-এ। তো বাবা ওই সময়টা দেখেননি, কিন্তু আস্তে আস্তে বাবা যত বড় হয়েছেন, পরের জিনিসগুলো দেখেছেন। আর, '৪৭-এর একদম-ই পরপর কিন্তু ওই ধরণের ঘটনাগুলো বা আতঙ্ক, সন্ত্রাস যেটাকে আমরা বলছি, সেটা কিন্তু তখন ওই অবস্থা ছিল না। ওই অবস্থা ছিল না। শুরু হল অনেক পরে। যখনকার কথা আমি বললাম, যে, '৭৬-এ চলে এলো। অ্যাকচ্যুয়েলি, ওই '৭১-এর ওই সময়টায় যখন শুরু হল, মুক্তি, মানে ওদের যুদ্ধটা—মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে মানে, পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যে, মানে এক ছিল, সেটাকে আলাদা হওয়ার জন্য, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার জন্য যে জিনিসটা, তখন কিন্তু, ওই সময়টা একজ্যাক্টলি ছিল কিনা, আমি সঠিক বলতে পারবোনা। কারণ সেই সময়ের অত কিছু, সময়টা সম্পর্কে যেহেতু আমার অতটা আইডিয়া ছিল না, তো দাদুর কাছে বা বাবার কাছে সেরকম, বাবা অ্যাকচ্যুয়েলি জানেনা ওই সময়টা, জন্মই হয়নি তখন, আর দাদু সেভাবে বলেনি, বা জানলেও হয়তো, মানে বলতে ভুলে গেছে, আমাদেরও কোনদিন সেইভাবে জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি, আর কি। সত্যি কথা বলতে কি, ছোটবেলায় এই কথাগুলো শুনতাম, একটু গল্পের মত করে, যে একটা গল্প বলছে, ডাকাত এসেছে, তাকে

মারছে, ঘরে বেঁধে রেখেছে, যেরকম আজকাল আমরা সিনেমাতে দেখি, তো ছোট বেলায় ওগুলোই আমার কাছে একটা সিনেমার মত মনে হত। যে শুনছি আর কি। চোখের সামনে ভাসতো ঘটনাগুলো। একদম ওই সময়টাতে অতটাও ছিল না, যেটা '৭০-এর পর থেকে ওটা শুরু হয়েছে। ওই ঘটনাগুলো বা মেরে ফেলা, বা যেটা আমি একটু আগেই বললাম, যে আমার ফ্যামিলি-এ একজন মেম্বারকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেটা মেরে ফেলা হয়েছিল মানে এনকাউন্টার করা হয়েছিল। কারণ তখনকার দিনে উনি ছিলেন একজন গ্রাজুয়েট। আর যেটা আমরা এখানেও স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখেছিলাম, যারা শিক্ষিত যুবক তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে, তার কারণ তারা দেশের ভবিষ্যৎ এবং তারা এই যে অনাচার অত্যাচারগুলো হচ্ছে, তাতে বাধা দিতে যাচ্ছে। যেটা প্রথমে এনকাউন্টার যেভাবে করা হয়, সেভাবেই করা হয়েছিল। একদম মানে চোখের সামনেই করা হয়েছিল সেটা। সবাই দেখেওছে। তো, সে ব্যাপারে কি বলবো আর... আর কিছু সেরকম ভাবে বলার নেই। খুবই দুঃখজনক ঘটনা অবশ্যই ছিল।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি যেটা বললে, তুমি তোমার বাড়ির লোকের থেকে যা শুনেছো যে ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে সেরকম ভাবে ভায়োলেন্স বা কিছু প্রেশার সেরকমভাবে অতটা...

উৎপল - ছিল না। কিন্তু শুরু হলেও তখন সত্যি কথা বলতে কি দাদুর আর কিছু করার ছিল না। মানে তারা ওই সময় ভেবে উঠতে পারেনি ইভেন যে অন্য একটা দেশে যাবো, বা ইন্ডিয়াতে চলে যাবো, পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবো আমরা, সেটা কিন্তু তখন মানে তারা ভাবতেনও না।

নন্দিনী - আচ্ছা মানে যেহেতু তোমাদের ওখানে বিজনেস...

উৎপল - হুম, সব কিছু রয়েছে যেহেতু, তখন তারা ভাবতেনও না। কিন্তু একটা সময় যেটা হল আর কি, তো যেটা প্রাণের দায়ে, যেটা বললামই আর কি। তখন আর করা সম্ভব

হল না। কোন মতেই থাকা সম্ভব হল না ওইভাবে। তো মানে একটা তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন একটা প্রতিবেশি মুসলিম ফ্যামিলিতে আর কি। তাদের বাড়িতে তারা লুকিয়ে থাকতো এবং তাদের বেশ-ভুষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যেরকম দেখেছি আমরা হিন্দুদের থেকে অনেকটাই আলাদা, তো তাদের ওইভাবে সাজিয়ে রাখা হত, যে আমার এই রিলেটিভ আছে, উনি আমার এই রিলেটিভ, এই ভাবে তাদের সাজিয়ে তাদের প্রাণরক্ষা করা হত। মানে, সেটাও তাদের-ও কিছু একটা দায়বদ্ধতা ছিল, আমাদের বাড়ি, ফ্যামিলি-র সাথে। তো সেই জন্য-ই তারা একটা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, ওইটুকু করে ছিলেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আর কি।

নন্দিনী - আচ্ছা, তুমি এই যে বলছো একটা দায়বদ্ধতা বা কৃতজ্ঞতা একটা ছিল, তো তোমাদের ওখানে যে বিজনেস ছিল, তাতে কি অনেক মুসলিম-রাও এমপ্লয়েড ছিল, বা এরকম কিছু?

উৎপল - হ্যাঁ। একদম যারা শ্রমিক, মানে যারা হাতে তৈরি করতো শিল্পটাকে, তাদের অনেকটা পোরশান-ই মুসলিম ছিল। তারা ছিল এবং তাদের যথারীতি জীবিকা নির্বাহ হত ওটা দিয়ে। তো কৃতজ্ঞতা স্বীকার অনেকটা ওখান থেকেই চলে আসে।

নন্দিনী - আর ধরো, তুমি ছোট বেলা থেকে এই যে গল্পগুলো, সেগুলো তোমার দাদু-র থেকেও শুনেছো, আর বাবার থেকেও শুনেছো। তো দাদু আর বাবার মধ্যে বয়সের একটা বেশ ফারাক রয়েছে, তো সেই, দুজনের থেকে যে গল্প, সেই গল্পের মধ্যে কোনরকম ডিফারেন্স বা সেরকম কি কিছু ছিল, বা কি আলাদা ছিল?

উৎপল - না, গল্পগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কিছু ছিল না। অ্যাকচ্যুয়েলি, দাদু যখনকার গল্পগুলো বলতো, বাবার তখন ৬-৭ বছর বয়স আর কি। তো গল্পগুলোর কিছুটা এরকম যে বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, সেটা কেন পরেছে, কারণ ডাকাতদের কাছে আগে থেকেই খবর থাকতো, যেভাবে আমরা জানি, তো ডাকাত-দের কাছে আগেই খবর ছিল যে

ওইদিন উনি, ওই ভদ্রলোক আর কি, ভালো পেমেন্ট পেয়েছে আর কি যেটা। টাঙ্গাইল টাউন থেকে ভালো পেমেন্ট নিয়ে এসেছেন, তো আজকে ওনার বাড়ি ডাকাতি করতে হবে আর কি... তো ম্যাক্সিমাম দিন ওরকম লুট-পাট হয়েও যেতো। তো একটা দিন, পার্টিকুলার একটা দিনের ঘটনা আমি বলি, যেদিন ওদের, মানে ডাকাতদের কাছে একটা ভুল ইনফরমেশান ছিল। আদতে সেদিন টাকা ছিল না। বা পেমেন্ট সেদিন ছিল না। তো সেদিন যথারীতি ডাকাত পড়ে বাড়িতে। দরজা খোলা হয়নি। দরজা, তারা, ডাকাত-রা ভেঙে ছিল ঢেঁকী দিয়ে। ঢেঁকী দিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকেছিল তারা। এবং ঘরের ভেতর ঢুকে তছনছ করে যথারীতি কিছু পায়নি। আর সেই সময় ডাকাত পড়লে, বাড়ির ছেলে-মেয়েদের, ছোট যারা ছিল, বাচ্চা, তাদের একটা গোপন জায়গা ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের, মানে, বাড়ি-ঘরের ধরণটা একটু অন্য রকম ছিল আর কি। মানে দো-চালা ঘর ছিল, আর কি। যেটা কে আমরা বলছি, মানে এখন যেটা টেরেস মত আমরা দেখছি, তখন সেটা কাঠ দিয়ে ওইভাবে বানানো হত। তো সেটা অনেকটা হাইটের মত হত, এবং একটা সারটেন হাইট, মানে এখনকার মানে আমরা কংক্রিটের বাড়ির যেমন লিন্টেল লেভেল দেখি, তো সেরকম একটা লেভেলের উপরে, একটা আলাদা কাঠের পাটাতন থাকতো এবং সেই জায়গাটা গোপন করা থাকতো বাড়ির। সেই জায়গাতে বাড়ির বাচ্চাদের, বা ছোট বা বউ-দের, ওইখানটায় আগে সরিয়ে রাখা হত। নাহলে ওরা যদি কিছু না পায়, ওরা মেরে ফেলবে, অবভিয়াসলি।তো সেরকম ভাবে, মানে ডাকাতের সাথে মারপিট করেও বাঁচতে হত আর কি।

নন্দিনী - তোমার বাড়ি, মানে যেখানে ছিল তোমাদের বাড়িটা আর কি, সেটা বেশ ইন্টেরিয়র বা ওরকম কোন জায়গায় ছিল?

উৎপল - হ্যাঁ। একদম গ্রাম। মানে একদম অজ পাড়াগাঁ যেটাকে বলে, সেটাই ছিল। একদম গ্রাম। মানে সেইখানে তখন রেলওয়ে তো ছিল না। তখন মানে বাংলাদেশে, মানে ওই দিকটায় অতটা কিছু হয়নি। মানে স্প্রেড করে নি। ট্রান্সপোর্টেশন ছিল না।

মানে ট্রান্সপোর্টেশন একমাত্র যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে নৌকো। মানে নদী, নালা, খাল, বিল, এসবে নৌকো দিয়েই যাতায়াত করা হত। এবং মানে আমরা একটা জলাশয় পেরোতে হলে, আমরা এখন দেখি একটা কালভার্ট, ক্রস করে চলে গেলাম, বা একটা ব্রিজ, ক্রস করে চলে গেলাম। ওখানে কিন্তু বাঁশ-এর সাঁকো ইউজ করা হত। এবং সেটা গ্রামের লোকেরা মিলেই বানাতো। বাঁশ-এর সাঁকো দিয়ে এপার-ওপার করতো আর কি, কোন একটা জলাশয় বা পুকুর আর কি।

নন্দিনী - আচ্ছা, তুমি যে গল্পগুলো বললে, সেগুলো মূলত দাদু, বাবা, মানে বাবার দিকের গল্প। তোমার মায়ের দিক থেকে কিছু শুনেছো?

উৎপল - অ্যাকচ্যুয়েলি, মায়ের দিকে সেরকম খুব একটা বেশি গল্প নেই, তার কারণ, আমার মা এখানে, মানে এ দেশে এসেছেন, তখন তার বয়স ৬ বছর। মানে, মায়ের জাস্ট জন্মটাই, মানে, ওখানে। ছোটবেলা খুব অল্প কেটেছে। এবং যা কেটেছে, যেটুকুনই, মা বিস্মৃত হয়ে গেছে আর কি, সেগুলো সেরকম ভাবে মনে নেই। যেহেতু পুরোটা ছোটবেলাটাই, এ দেশে কেটেছে। আর মায়েরা অনেক আগে চলে এসেছে। মানে ইভেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই চলে এসেছিল, আর কি। আর বাবা-মায়ের বিয়েটা এই দেশেই হয়। তো সেটা '৭৮-এ হয়।

নন্দিনী - আচ্ছা, তো মায়ের দিকের লোকেরা কেন এদিকে চলে এসেছিল, এই বিষয়ে কোন গল্প শুনেছ কি?

উৎপল - মায়ের দিকের লোকেরা অনেকটা আগেই জিনিসগুলো গুছিয়ে ফেলেছিলেন যে হ্যাঁ এবার আমরা চলে যাচ্ছি। মানে অনেক আগেই রিয়েলাইজ করেছিলেন আর কি যে আমাদের চলে যেতে হবে। আসলে ব্যাপারটা এরকম যে এক-একটা পার্টিকুলার অঞ্চলে, এক-একটা পার্টিকুলার লোকালিটির মধ্যে এক-একরকম ভাবে, এক-একরকম সময়, নট দ্যাট যে একটা সময়, মানে একই সময় ধরে আর কি সন্ত্রাসগুলো চলতো, এরকম

নয়। এক একটা অঞ্চলে এক একরকম সময় বা ভাবে ওটা হত। তারা যখন ওই অঞ্চলে যেখানে তাদের বাড়ি ছিল, টাঙ্গাইল ডিসট্রিক্টে ই ছিল, বাট, অন্য গ্রামে ছিল। তো তখন মানে, তারা অনেক আগেই ওই জিনিসগুলো ফেস করেছেন আর কি। তো সেই জন্য তারা অনেক আগেই ডিসাইড করে ফেলেছিল যে এই বার আমাদের চলে যেতে হবে আর কি। তো একটা ব্যাপার যেটা, যে যারা, মুক্তিযুদ্ধের আগে যারা ডিসাইড করে ফেলেছে, যে আমরা এ দেশে চলে আসবো, তারা কিন্তু তাদের জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, সম্পত্তি, তারা কিন্তু বিক্রি করতে পেরেছিল। এবং তারা ভালো পরিমাণ অর্থও এই দেশে নিয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধর সময় বা পরে এসেছে, তারা কিন্তু সেরকম ভাবে তাদের জমি-জমা, সম্পত্তি, কিছুই বিক্রি করে আসতে পারেনি। সব ছেড়ে আসতে হয়েছিল।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি একটু আগে আমায় বললে যে যখন ওই, একটা খুব টারময়েল চলছিল, '৭৫-'৭৬, ওই সময়, তখন হচ্ছে ওনারা, একজন মুসলিমের বাড়িতে মুসলিম সেজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম, তুমি আরও কিছুক্ষণ আগে বললে যে, তোমাদের একটা মন্দির ছিল, যেটা কিনা চোখের সামনে ভেঙে ফেলা হয়। তো মুসলিমদের একটা মানে ডুয়্যাল রোল ওরা প্লে করছে, তো এই ব্যাপারে তুমি কি শুনেছো? দাদু বা বাবার কাছ থেকে?

উৎপল - না ডুয়্যাল রোল প্লে করা মানে, যেটা আমরা জানি, যে একজন, মানে, যার বাড়িতে আশ্রয় নিলো, সে লোকটা কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ সেরকম ভাবে না দেখে, ও কিন্তু ওর কৃতজ্ঞতা বোধটাকে দেখলো। কিন্তু আমরা যে জানি বাংলাদেশটা এখন একটা মুসলিম অধ্যুষিত একটা দেশ। সেটাই ওদের ওই ভাবেই ব্যাপারটা ঢোকানো হয়েছিল মাথার মধ্যে, যে হিন্দুগুলোকে তাড়াও আগে দেশ থেকে। সেখান থেকে একটা মুসলিম ভালো হতেই পারে। বা তার চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা আলাদা হতেই পারে। তাই বলে, মানে বেসিক্যালি আমরা যেটা জানি যে ওই কারণেই কিন্তু তাদের চলে আসা। তারা কিন্তু মানে, সুখে আসে নি। তাদের তাড়ানো হয়েছে রীতিমত। তো সেটা ওই ভাবেই

তাড়ানো হয়েছে, যে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র করার জন্য। মুসলিম রাষ্ট্র করার জন্য। হিন্দুগুলোকে তাড়াও আগে দেশ থেকে। এটাই কিন্তু তাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেই জন্যই সন্ত্রাসটা শুরু হয়, ওইভাবেই। যেহেতু পাকিস্তান একটা মুসলিম কান্ট্রি আমরা জানি। তো সেইভাবেই ওই বেসিসেই করা হয়েছিল, এবং, সেখানে তখন শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু, আমরা জানি, তো তিনি কিন্তু তখন ক্ষমতায় চলে এসেছেন। তো তার সময়, মানে, তাদের রাজনীতিটাও আমরা দেখেছি অনেকটাই পরিবারতান্ত্রিক। তো সেইখান থেকে কিন্তু তাদের ওই ধ্যানধারণা বা তাদের যে কি বলবো, একটা ফিলসফি, সেটা কিন্তু তারা চেঞ্জ করবে না কখনও। এবং মনের মধ্যে যেটা আমরা, একবার আমরা তৈরি করে নিই ধ্যানধারণা, সেটা কিন্তু আমরা চাইলেও খুব একটা পরিবর্তন করতে চাই না। যে সত্যি কথা বলতে সন্ত্রাস কারা করে? যারা মাথাটা কম খাটায়। যাদের বুদ্ধিটা কম খরচ করে, আমরা চলতি বাংলায় যেটা বলি, যাদের মাথায় বুদ্ধি নেই, তাদেরই তো ব্রেনওয়াশ আমরা খুব সহজে করতে পারি। তো সেইভাবে ওদের-কে করা হয়েছিল। ব্রেনওয়াশটা ওদের ওইভাবেই করা হয়েছিল। এবং ওইভাবেই একটা, কি বলবো, একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল, যাতে ওই ভাবেই ওরা সন্ত্রাসটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, আর কি। তো যেহেতু, আরেকটা কথা, যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা কিন্তু ওই দেশে সেরকম ভাবে তখনও ছিল না। খুব বেশি কিন্তু ছিল না। মুসলিমরাই সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। সো, সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘুদের ওপর একটা আক্রমণ সবসময় হওয়াটা খুব স্বাভাবিক এবং মানে কি বলবো সফলও হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশি থাকে আর কি। যেহেতু সংখ্যায় কম।

নন্দিনী - তুমি এটা যেটা বললে যে মুসলিমদের কারণেই মূলত ওনাদের এখানে আসা, তারপরে ওই যে ওনাদের যে একটা ওই রিসনটার জন্য আসা, সেটার প্রতিফলন কি তুমি এখানে আসার পরে ওনাদের মধ্যে দেখেছ কিছু ভাবে?

উৎপল - না সেরকম ভাবে...

নন্দিনী - মুসলিম বিদ্বেষটা?

উৎপল - মুসলিম বিদ্বেষটা দেখা গেছে, সেটা তাদের কথাবার্তায় বা তাদের গল্প বলার সময়, বা বিভিন্ন ঘটনায়, বা বিভিন্ন প্রসঙ্গে সেগুলো উঠে এসেছে, কিন্তু আরো একটা ব্যাপারে চাপা পড়ে গেছে সেটা হল আমি, আমরা যেখানে থাকি ফুলিয়াতে, সেই অঞ্চলটা বা তার আশেপাশে মুসলিম নেই বললেই চলে। দুই-এক ঘর হয়ত পাওয়া যাবে, বাট ওই লোকালিটির মধ্যে নয়, সেটা অনেক দূরে, তাদের আঁচটা মানে এখানকার জনজীবনে বা এদের, আমার বাবা বা আমার পরিবারের লোকজনের ওপর সেই ছায়াটা কখনো পড়েনি। সেই জন্য ওই যে মানে আগে ভোগ করে এসেছে যে যন্ত্রণাটা, সেই যন্ত্রণাটা আবার ফেরত আসেনি, সেই জন্য বারে বারে তারা কিন্তু কখনোই ওই জিনিসটা বলেনি, বলেনি ইন দ্য সেন্স তারা ভুলে থাকতে পেরেছেন, এই জিনিসটা তারা দেখাতে চান। যে ওই যে যন্ত্রণাটা যেটা মূলত মানে মুসলিমদের থেকে বিতাড়িত হওয়া, সেই যন্ত্রণাটা তারা ভুলতে পেরেছেন। এরকম একটা জায়গায় দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।

নন্দিনী - আচ্ছা তুমি যে বলছ যে তোমাদের ধর চারিপাশে মুসলিম প্রায় নেই বললেই চলে আর কি, তো তোমাদের আশেপাশে লোকজন যারা তারাও কি বেশিরভাগই সব বাংলাদেশ থেকে আসা?

উৎপল - বেশিরভাগ নয়, অলমোস্ট পুরোটাই... অলমোস্ট পুরোটাই... মানে আমাদের ফুলিয়াতে... মোর দ্যান ৯০% লোক হচ্ছে ওদেশের লোক এবং নদিয়া জেলার মোর দ্যান ৫০% লোক বাংলাদেশের লোক।

নন্দিনী - আচ্ছা তো যখন ধর ওনারা, তুমি যেরকম আগে একবার বললে যে এখানে বোধহয় চেনা কেউ ছিল আর কি, মানে আত্মীয় স্বজন নয়, বাট কিছু চেনা বোধহয় এদিকে ছিল আর কি...

উৎপল - চেনা ছিল বলতে আমার জেঠুর এক বন্ধু এখানে এসেছিলেন, সবার প্রথমে আর যেহেতু জেঠুর বন্ধু, তো ওইভাবেই মানে এখানে চলে আসা যে একটা অন্তত মানে খড়কুটো পাওয়া গেছে, যেটা অজানা একটা জায়গায় যাচ্ছে... একটা খড় কুটো পাওয়া গেছে, যে অথৈ সাগরে পড়া, যখন পড়েছে... একটা খড় কুটো পাওয়া গেছে, ওখানে গিয়েই কোনরকমে আশ্রয় নিতে হবে আর কি। তো সেইভাবেই তারা এসেছিলেন, সেই ভরসায় তারা এসেছিলেন।

নন্দিনী - আর এখানে এসে তোমার বাবা জেঠু যে ওনারা কাজ করেছেন, মানে কি কাজ করতেন প্রথমে?

উৎপল - এখানে এসে লোকের বাড়িতে তাঁত বুনত। যারা টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি করত, লোকের বাড়িতে তাঁত বুনত।

নন্দিনী - আচ্ছা তো তার মানে ধর, এইদিকে ফুলিয়ার এই অঞ্চলটা, মোটামুটি আমরা যা জানি ওই শাড়ির বিজনেসটা একটা রয়েছে, তো সেই কারণে ওনাদের এদিকে এসে কিছুটা তাহলে সুবিধা হয়েছিল, ওনাদের স্কিলটাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন।

উৎপল - আর আরেকটা সুবিধা হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে যেহেতু মানে নিজেদের... মানে ওই ধরনের লোক বা নিজেদের চেনাশোনা লোক, মানে নিজেদের কালচারের লোক যেহেতু একটা জায়গায় এসে এখানে পৌঁছেছে, তো ওইখানে কিন্তু তাদের নিয়ে ওইখানে আবার একটা কম্যুনিটি তৈরি হয়ে গেল, ওইখানকার মত। সেই জন্য তাদের

মানে চিন্তাধারা সব কিছু ম্যাচ করে গেল যেহেতু, তাদের কাজকর্ম এবং অন্যান্য মানে জীবনযাপন করতে অনেকটা সুবিধা হয়ে গেল... অনেকটা সুবিধা হয়ে গেল।

নন্দিনী - মানে তুমি বলতে চাইছ যে বাংলাদেশে যেরকম ছিল, সেটাকেই ওনারা এখানে একটা ওরকমই সেম একটা কম্যুনিটি ক্রিয়েট করলেন।

উৎপল - ক্রিয়েট করে ফেললেন। এবং সেটা আস্তে আস্তে তারা রিকভার করেছেন, পুরোটা সেইভাবে সম্ভব হয়নি তখন, আস্তে আস্তে রিকভার করে নিয়েছেন সেই জায়গাটা।

নন্দিনী - আচ্ছা আর ধর ছোটবেলায় তুমি যখন এই গল্পগুলো শুনতে আর কি, তখন তোমার কীরকম লাগত শুনতে?

উৎপল - ছোটবেলায় যখন শুনতাম, একদম ছোটবেলায়, তখন ন্যাচারেলি ওইগুলো একটা দাদু গল্প বলছে, যেমন আমরা ঠাকুরমার ঝুলি গল্প শুনতাম, ওইরকম দাদু গল্প বলছে, খুব মজা লাগছে, এরকম যে তাদের মেরে ফেলেছে আর কি। যেমন তখন আমরা মানে গল্প শুনতাম এবং যেগুলো সিনেমা দেখতাম তার সাথে একটা কমপেয়ার করতাম, হ্যাঁ এই ধরণের জিনিসও হচ্ছে, কিন্তু পার্টিশন জিনিস, ওই বয়সে পার্টিশন কি জিনিস সেটা বোঝার বয়স ছিলনা, এবং যে লাইফ তারা কাটিয়ে এসেছেন সেই বয়সে আমার ওটা বোঝার ক্ষমতাও ছিলনা।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved